International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-IV, July 2019, Page No. 16-27
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i4.2019.16-27

বিগত দশ বছরে ভারতে বাংলা প্রকাশনায় গ্রন্থসত্ত্ব আইন প্রয়োগ: বাস্তবতা ও সমস্যা

কৌশিক মন্ডল
গবেষক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The importance of Copyright in protection the rights of an author and how far that is protected by the Copyright Act and its impact on publishers all matters that have been taken into consideration in the present article. In Indian Copyright Act some sections consists of publication's rights and author's rights. For example Act No. 5, 6, 20, 22, 23, 28, 31, and 32 consists of the publication's rights and Section 14, 16, 17, 18, 20, 23, 28 and 31 are related to the author's rights. In the other acts are not related to publication's rights and rights to creators. Act No. 33 to 43 are related to copyright society, Rights of Broadcasting Organization and of Performers, International Copyright. Act no. 63 to 79 are related to Offences, Appeals, and Miscellaneous[1]. Some information has been collected from publishers and writers about publications of Bengali books. The information has been analyzed according to Copyright Act. The present paper focuses what is the real picture of the application of Copyright Act, and what the problem in applying Copyright Act. This paper also shows scenario of Bengali publication in India previous ten years.

Key Words: Indian copyright act, Application of Copyright Act, Importance of Copyright, ISBN, Short stories.

ভূমিকা (Introduction): মানুষের মস্তিষ্ক উদ্ভাবন শক্তির আধার, যার মাধ্যমে বিশ্রামহীনভাবে আবিষ্কার হয়ে চলেছে নূতন নূতন জিনিস বিভিন্ন রূপে। যেমন, নতুন নতুন নকশা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, আর্কিটেকচার, স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং আরও অনেক কিছু। যখন এই জিনিস গুলি স্পর্শাতীত (intangible) হিসাবে আবির্ভূত হয়, তখন এটি সম্পদে পরিণত হয়, আর সেটিকেই মেধা সম্পদ বলে, যেটি এর আগে কেউ কোনদিন আবিষ্কার করেনি। আর এই সম্পদ যখন কোনো আইনের দ্বারা সুরক্ষিত করা হয় তখন তাকে বলে মেধাসত্ত্ব আইন। যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির সঠিক মূল্য পায়।[2]

মেধাসম্পদের ধারনা থেকে অর্থাৎ কোন সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব মনন বা চিন্তা সম্পর্কিত সম্পত্তির অধিকার থেকে গ্রন্থসত্ত্ব আইন কথাটি এসেছে। শিল্প সাহিত্যের কথা বলতে গেলে কোন কবি, শিল্পী বা লেখকের ধারনা বা চিন্তাকে রক্ষা করার জন্য Copyright Act বা গ্রন্থসত্ত্ব আইনের ব্যবহার হয়। কপিরাইটের গুরুত্ব সম্পর্কে Anthony Trollope, an English novelist of the Victorian era. বলেছিলেন "Take away from

English authors their copyright, and you would very soon take away from England authors”। কপিরাইট হল একটি আইন স্বীকৃত অধিকার। যারদ্বারা লেখক, প্রকাশক, পাঠক সবাই সুবিধা ভোগ করেন। কপিরাইটের মাধ্যমে আরো যে উদ্দেশ্যে গুলি সাধিত হয় সেগুলি নিম্নরূপ।

গ্রন্থসত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Copyright): যখন থেকে ধারনা হল যে লেখকের মনন চিন্তার বহিঃপ্রকাশরূপে শিল্পের উন্নতি হচ্ছে তখন কপিরাইটের উৎপত্তি অর্থাৎ মনন চিন্তার ফসল রক্ষা করা একান্ত দরকার এবং এই মনন চিন্তাই পরবর্তীকালে শীল্পসংক্রান্ত সম্পত্তিতে পরিনত হবে। ইহাকে রক্ষা করার জন্যও কপিরাইট সৃষ্টি হয়েছে। কোন লেখকের চিন্তাভাবনাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করে অন্যের কাছে তার কাজের ব্যবহারকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কপিরাইট দরকার। যদি কেউ কোন নির্দিষ্ট লেখকের লেখা নিয়ে কাজ করতে চায়, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট লেখকের অনুমতি নেওয়া দরকার, অনুমতি না নিয়ে কাজ করতে পারবে না। কোন গবেষণা যাতে চুরি না হয়, কোন লেখকের বই যাতে চুরি না হয়, অর্থাৎ বই অন্য লেখক যাতে নিজের নামে না ছাপতে পারেন তার জন্যও কপিরাইট দরকার। অর্থাৎ লেখকের উন্নতির ক্ষেত্রে কপিরাইট দরকার।

সাহিত্য বিক্ষণ (Literature Review): Mondal, Shashiu Nath (2010) তাঁর গবেষণা পত্রে বলেছেন যে পৃথিবীজুড়ে দৈনন্দিন যেভাবে তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি ঘটছে তাতে লজ্ঞনের কাজটি আরো সোজা ও সাধারণ হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় কপিরাইট আইন এখনও এ বিষয়ের মোকাবিলার সম্মুখিন হতে পারেনি।[3]

Gharami, Pradip (2013) তাঁর গবেষণা পত্রে বলেছেন, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সেই জন্য তাঁর একটি কর্তব্য আছে যে কিছু নতুন কাজ, ভাবনা, লেখা, নতুন কিছু সৃষ্টি করে সমাজকে উন্নত করা, যেগুলি সমাজেরই জন্য কিন্তু তাঁর নিজের সম্পত্তি যেটি একটি সাধারণ অধিকার হিসাবে প্রথম থেকেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। এবং সেই অধিকারকে রক্ষার জন্যই কপিরাইট আইনের উৎপত্তি। যখন কোনভাবে কোন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয় তখনই তাঁর অধিকার লজ্ঘিত হয়।[4]

Reddi, P.L. Jayanthi (2005) তাঁর গবেষণা পত্রে কপিরাইট আইনের দশম অধ্যায়ে ৫২ নং আইনটি সমাজের জন্য কতটা যথেষ্ট সে বিষয়টি তিনি অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন।[5]

সাহিত্য বিক্ষণ থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে, গ্রন্থস্বত্ত্ব বিষয়ক আনেক প্রকাশনা থাকলেও সেগুলি যে বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে সেগুলি বাংলা প্রকাশনায় গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন প্রয়োগ ও সমস্যা বিষয়ের নয়, তাই এই গবেষণাটি সম্পূর্ন আলাদা একটি গবেষণা, যেখান থেকে বাংলা প্রকাশনায় গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন প্রয়োগ ও সমস্যা বিষয়ের একটি আলোচিত ফলাফল পাওয়া যাবে। তাছাড়া বাংলা প্রকাশনার বাস্তব চিত্র যেমন ফুটে উঠবে, প্রকাশনা সংক্রান্ত সমস্যা গুলিও বোঝা যাবে।

উদ্দেশ্য (Objectives): কপিরাইট আইনের যে অধ্যায় ও যে আইন গুলি এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য সেই আইন গুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষন করা, এবং এই আইন গুলি বর্তমানে বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হচ্ছে এবং আইন প্রয়োগে কোথাও সমস্যা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করা। এবং সেই সঙ্গে আইনে কোথায় কোথায় পরিবর্তন হওয়া দরকার তার সম্পর্কে একটি যুক্তিযুক্ত মতামত পোষণ করা। এছাড়া আরো যে উদ্দেশ্যগুলি সাধন করার জন্য এই গবেষণা সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

১) সাম্পত্রিক কালে (২০০৭-২০১৬) বাংলা প্রকাশনা নিরীক্ষণ করা ।
২) লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে চুক্তির বিষয়টি পর্যালোচনা করা।
৩) গ্রন্থসত্ত্ব আইন প্রয়োগে কোথাও সমস্যা হচ্ছে কিনা যদি হয় তার সম্ভাব্য কারন অনুসন্ধান করা।

পদ্ধতি (Methodology) : যেহেতু এটি বর্ণনা মূলক গবেষণা আর এই গবেষণার সব তথ্যই সংগ্রহ করতে হয়েছে বিভিন্ন লেখক ও প্রকাশকের কাছ থেকে তাই এক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সেই সাথে বন্ধ ও খোলা প্রশ্নের সমাহারে একটি মিশ্র প্রশ্নাবলী নির্বাচন করতে হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ (Data Collection): রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশনস্ দপ্তরে জমা পড়া বইয়ের ভিত্তিতে বাংলা প্রকাশনার তথ্য নেওয়া হয়েছে। দপ্তর থেকে যে বইগুলি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আসে এবং যে গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়, সেখানে পওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৭-২০১৬ সালে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা নিম্নরূপ।[6]

বছর ভিত্তিক প্রকাশনা সমীক্ষা (২০০৭-২০১৬)										
২০১৬	**২০১৫**	**২০১৪**	**২০১৩**	**২০১২**	**২০১১**	**২০১০**	**২০০৯**	**২০০৮**	**২০০৭**	**মোট সংখ্যা**
২০৯২	৩১৬১	৩০১৪	২৮৮৫	৩০১৯	২৬২৮	২৯৮৬	৩০৮৩	১৭২৯	১৬৫	২৪৭৬২

সারণী: ১ বছর ভিত্তিক প্রকাশনা সমীক্ষা (২০০৭-২০১৬)

এই বই গুলি ডি.ডি.সি. পরিকল্পনা অনুযায়ী ০০০-৯০০ শ্রেণীতে বিভক্ত করতে যে তথ্য উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ।

বিষয়	**২০১৬**	**২০১৫**	**২০১৪**	**২০১৩**	**২০১২**	**২০১১**	**২০১০**	**২০০৯**	**২০০৮**	**২০০৭**	**মোট সংখ্যা**
সাধারন বিষয় (০০০)	৩৩	৪৫	৯৩	৮৯	৯৬	৬৫	১০৫	১০৬	৫৫	৬	৬৯৩
দর্শন (১০০)	১০	১১	১০	১৬	২২	১০	১৬	৭	১৬		১১৮
ধর্ম (২০০)	৯৫	১১১	৬২	৩২	৪৩	৪৭	৬৮	৭৫	৫৫	৮	৫৯৬
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	২০৫	২৩৯	১৩২	৯৭	১২৯	৯১	৮৪	১২২	৫২	৯	১১৬০
ভাষা (৪০০)	৩০	২৬	৩৩	২৪	৩৭	৩২	২২	১৫	১৯	২	২৪০
বিজ্ঞান (৫০০)	৭৮	৯৯	৯৩	৬৬	৬৯	৬৩	৯৪	১০১	৪২	১	৭০৬
প্রযুক্তি বিদ্যা (৬০০)	২৭	২৬	৩৪	৩২	৩৯	৩২	৩৮	৩৬	৩৮	১	৩০৩
শিল্পকলা (৭০০)	৫৩	৮৯	৭৪	৭৫	৬১	৩৮	৩৮	৫৯	৩৪	৮	৫২৯
সাহিত্য (৮০০)	১২১৩	২১৭৯	২১৮৮	২১৯৬	২২৮০	২০৭২	২২৯৫	২৩১০	১২৪৩	১১০	১৮০৮৬
ইতিহাস,ভূগোল,জীবনী (৯০০)	৩৪৮	৩৩৬	২৯৫	২৫৮	২৪৩	১৭৮	২২৬	২৫২	১৭৫	২০	২৩৩১
মোট সংখ্যা											**২৪৭৬২**

সারণী: ২ বিষয় ও বছর ভিত্তিক প্রকাশনা তালিকা

এখানে সাধারণ বিষয় বলতে সাধারণ জ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এই বিষয় গুলিকে রাখা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে সবথেকে বেশি সাহিত্যের বই, তারপর ক্রমান্বয়ে ইতিহাস,ভূগোল,জীবনী, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, সাধারণ বিষয়, ধর্ম, শিল্পকলা, প্রযুক্তি বিদ্যা, ভাষা, দর্শন, এর বই প্রকাশিত হয়েছে।

বিষয়	২০১৬	২০১৫	২০১৪	২০১৩	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	মোট সংখ্যা
বাংলা সাহিত্য	৬২৫	১৪৯৫	১৬৯৭	১৬৮৬	১৬৮৫	১৫৪৬	১৬৭৩	১৬২৯	৮৭২	৮৫	১২৯৯৩
বিদেশী সাহিত্য	২	৮	৭	১০	১৩	৮	২৫	১৮	১৫		১০৬
সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্য	৫	২	৫	৪	২	১০	২৫	১৯	১১		৮৩
বাংলা কবিতা	২০১	১৫৫	৮৪	৮৮	১১১	৮৮	১০৩	১০৫	৫৮	৫	৯৯৮
বাংলা নাটক	৩৯	৭৫	৫৮	৫০	৪৪	৫৩	৬০	৫০	২০	৩	৪৫২
বাংলা উপন্যাস	২৩	৪৫	৮১	৯১	১৪১	১১২	১২৪	১২৪	৫৬		৭৯৭
বাংলা ছোটগল্প	৭২	১২৩	১১১	১২০	১৩৩	১১৫	১১০	১৬৬	৭১	৫	১০২৬
বাংলা রহস্যগল্প	৪৭	৯১	৮৬	৭২	৬৫	৫৮	৬২	৬৯	৬৭	৭	৬২৪
বাংলা প্রবন্ধ	১৮৭	১৫৪	২৮	৪২	৫০	৪৯	৬৭	৭৪	৩৬	৩	৬৯০
বাংলা পত্র সাহিত্য	৪		৮	১০	১৩	১৩	১৫	২৪	৭	১	৯৫
বাংলা হাস্যকৌতুক	৮	৩১	২৩	২৩	২৩	২০	৩১	৩২	৩০	১	২২২
মোট সংখ্যা											**১৮০৮৬**

সারণী: ৩ সাহিত্যের উপবিভাগ ও বছর ভিত্তিক তালিকা

এখানে যেহেতু ছোটগল্পের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যাচ্ছে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বাংলা ছোটগল্পের লেখক ও প্রকাশককে নিয়ে আলোচনা করা হবে যে বাংলা ছোটগল্পে গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন কতটা অনুসৃত হয়েছে। তাই বাংলা প্রকাশনায় গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন প্রয়োগ বাস্তবতা ও সমস্যা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ছোটগল্পের উপরে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis): মোট ১০২৬ টি ছোটগল্পের মধ্যে ১৫৬ টি বই এর আই.এস.বি.এন. নম্বর আছে এবং ১৩৭ জন লেখক ওই ১৫৬ টি গল্প লিখেছেন এবং ৭৯ টি প্রকাশকের মাধ্যমে বই গুলি প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্পের তালিকা থেকে যে প্রকাশকের প্রকাশনা সংখ্যা ৫ এর অধিক এবং সেই সব প্রকাশকের সাথে যুক্ত লেখক লেখিকা যাঁরা ১ এর অধিক বই প্রকাশ করেছেন, সেই সকল প্রকাশক ও লেখক লেখিকার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন প্রয়োগের বাস্তবতা ও সমস্যার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সমস্ত প্রাপ্য তথ্য নিম্নে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশনস্ দপ্তরে জমা পড়া বইয়ের ভিত্তিতে, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দ্বারা প্রকাশিত ২০০৭-২০১৬ সালে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের তালিকা থেকে ৫০টি প্রকাশকের মোট প্রকাশনার ক্রমাবনতি ভিত্তিতে যে তালিকা পাওয়া গেছে, তা নিচে (সারণী ৪) দেওয়া হয়েছে।

নং	প্রকাশক	মোট বই	আই.এস.বি.এন	লেখক/লেখিকা
১	দে'জ পাবলিশিং	৮৫৫	২১৭	৪০১
২	প্রতিভাস	৬৭১	১৪৮	৩০০
৩	আনন্দ পাবলিশার্স	৫৭৫	২৪৫	৯০
৪	করুণা প্রকাশনী	৩৩৬	৪২	৮০
৫	পারুল প্রকাশনী	৩০২	৯৩	১৯৬
৬	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স	২৮৯	৬৬	১৫০

৭	পত্র ভারতী	২৫১	৭৪	১১৮
৮	একুশ শতক	২৩৫	২১	১৯৩
৯	গাঙচিল	২০১	৬০	১৪৮
১০	এবং মুশায়েরা	১৮৫	৩২	১২২
১১	অভিযান পাবলিশার্স	১৬৮	৯০	১০৯
১২	সাহিত্য আকাদেমি	১২৮	৪৫	১১৫
১৩	পরম্পরা প্রকাশন	১২৫	৪৫	৯৫
১৪	যূথিকা বুক স্টল	১২৫	৫	৬৫
১৫	শিশু সাহিত্য সংসদ	১০৩	১৭	৭০
১৬	এন. ই. পাবলিশার্স	১০১	২৬	৬৫
১৭	দিয়া পাবনিকেশন	৮৭	৩৪	৪৮
১৮	জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন	৮৪	২৫	৬৫
১৯	প্রয়াগ প্রকাশনী	৮৩	২৭	৫৪
২০	ছোঁয়া	৮১	৪৮	৬২
২১	কমলিনী প্রকাশন বিভাগ	৭৯	১০	৫১
২২	অর্পিতা প্রকাশনী	৭৫	১১	৫৩
২৩	কারিগর	৭৪	২৯	৬০
২৪	দি সী বুক এজেন্সি	৬৯	৩৪	৫০
২৫	উবুদশ	৬৮	১০	৫৫
২৬	আশাদীপ	৬৫	১৭	৫৭
২৭	প্রিয়া বুক হাউস	৫৭	১৫	৩০
২৮	মুখার্জি পাবলিশিং	৫৩	২৬	২৮
২৯	এভেনেল প্রেস	৫০	২৯	৩৭
৩০	এশিয়ান পাবলিকেশন	৫০	২০	২৭
৩১	কানন প্রকাশনী	৪৮	১২	২৬
৩২	শিল্পনগরী প্রকাশনী	৪৮	২৪	৩৫
৩৩	সোপান	৪২	১৫	৩০
৩৪	স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী	৩৬	১৫	১৬
৩৫	রূপালী	৩৪	২০	৩০
৩৬	কবিতিকা	৩২	১৮	২৮
৩৭	নায়েক এণ্টারপ্রাইজ	৩০	৭	১৮
৩৮	প্রতিক্ষণ	২৭	১৬	২১
৩৯	স্রোত প্রকাশন	৩৩	২৭	৩১
৪০	গল্পসরণি	২২	৩	১০
৪১	কালিকলম	২১	৩	১৪
৪২	এস. এস. পাবলিকেশন	১৮	৬	১৪
৪৩	তিতাস	১৭	৯	১৩
৪৪	কোডেক্স	১৬	৪	১৪
৪৫	উদয়ারুণ রায়	১৫	১৫	৯
৪৬	দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী	১৫	৩	১৩

৪৭	দুলাল চন্দ্র সিংহ	১৫	১০	১২
৪৮	ভাষা ও সাহিত্য	৬৫	১৫	৩৮
৪৯	লোকসখা	১০	২	৮
৫০	খোয়াবনামা	৬	৪	৬
মোট সংখ্যা		৬১৭৫	১৭৮৯	৩৩৮০

সারণী: ৪ বই প্রকাশের ভিত্তিতে প্রকাশকের তালিকা

ওপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে দে’জ প্রকাশক সবথেকে বেশি বই প্রকাশ করলেও প্রকাশিত বইয়ের আই.এস.বি.এন. এর সংখ্যা আনন্দ প্রকাশনের থেকে কম। আবার আনন্দ প্রকাশন যা বই প্রকাশ করেছেন তার তুলনায় কম লেখক লেখিকার সাথে যুক্ত। আবার যূথিকা বুক স্টল বই প্রকাশের তুলনায় আই.এস.বি.এন. নম্বর সবথেকে কম।

আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সারণী ৪এ উল্লেখিত ৫০ জন প্রকাশকের থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

আইনের ধারা	বিষয়	সংগৃহীত তথ্য		শতাংশের হিসাব
৫	প্রকাশনার স্থান	ভারতে	৫০	১০০
		ভারতের বাইরে	০	০
৬	প্রকাশক ও লেখকের বিরোধ	বিরোধ হয়েছে	১০	২০
		বিরোধ হয়নি	৪০	৮০
২০	পাণ্ডুলিপি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত বই	প্রকাশিত হয়েছে	১২	২৪
		প্রকাশিত হয়নি	৩৮	৭৬
২২	যুগ্ম লেখকের প্রকাশিত বই	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০
২৩	ছদ্মনামে লেখকের প্রকাশিত বই	প্রকাশিত হয়েছে	৫	১০
		প্রকাশিত হয়নি	৪৫	৯০
২৮	সরকারি বই প্রকাশ	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০
২৮এ	জনসাধারনের লেখা বই প্রকাশ	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০
৩১এ	মৃত্যুর পর আত্মীয়ের দ্বারা প্রকাশিত বই	প্রকাশিত হয়েছে	৫	১০
		প্রকাশিত হয়নি	৪৫	৯০
৩১বি	বিকলাঙ্গদের জন্য প্রকাশিত বই	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০
৩২	অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশ	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০
৩২এ	অন্য ভাষায় প্রকাশিত বই	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০
৩২বি	অন্য ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০

সারণী: ৫ প্রকাশকের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

প্রকাশকের গ্রন্থস্বত্ত্ব বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ:

সারণী: ৫এ যাচ্ছে যে ১০০ শতাংশ প্রকাশকই বাংলা ভাষায় দেশের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। কোন প্রতিলিপি বা কপি একই সঙ্গে অন্য কোন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়নি। (আইনের ধারা ৫)

২০ শতাংশ প্রকাশকের সাথে লেখকের প্রকাশনা বিষয়ে বিরোধ হয়েছে। ৮০ শতাংশ প্রকাশকের সাথে লেখকের প্রকাশনা বিষয়ে বিরোধ হয়নি। (আইনের ধারা ৬)

২৪ শতাংশ প্রকাশক লেখকের মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছেন। ৭৬ শতাংশ প্রকাশক লেখকের মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ২০)

১০০ শতাংশ প্রকাশক যুগ্ম লেখকের কোন বই প্রকাশ করেননি। যুগ্ম লেখকের ক্ষেত্রে এক লেখক মারা যাবার পর সেই বই প্রকাশিত হয়নি। (আইনের ধারা ২২)

১০ শতাংশ প্রকাশক ছদ্মনামে লেখকের বই প্রকাশ করেছেন। বাকি ৯৫ শতাংশ প্রকাশক ছদ্মনামে লেখকের বই প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ২৩)

১০০ শতাংশ প্রকাশকই কোন সরকারি কোন বই বা নথি প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ২৮)

১০০ শতাংশ প্রকাশকই জনসাধারনের লেখা কোন বই প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ২৮এ)

১০ শতাংশ প্রকাশক লেখকের মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মীয়ের দ্বারা বই প্রকাশ করেছেন। বাকি ৯৫ শতাংশ প্রকাশক লেখকের মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মীয়ের দ্বারা বই প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ৩১এ)

১০০ শতাংশ প্রকাশকই বিকলাঙ্গদের জন্য কোন বই প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ৩১বি)

১০০ শতাংশ প্রকাশকই অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ৩২)

১০০ শতাংশ প্রকাশকই অন্য ভাষায় বই প্রকাশ করেননি এবং ভারতের বাইরে কোন কপি বিক্রি করেননি। (আইনের ধারা ৩২এ)

১০০ শতাংশ প্রকাশকই লেখকের নিজেই অন্য ভাষায় অনুবাদ করেছেন এমন বই প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ৩২বি)

প্রকাশকের থেকে পওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ প্রকাশক গ্রন্থস্বত্ত্ব বিষয়ে সচেতন নন বা উদ্যোগী নন। এমন আইনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেখানে এই বিষয় গুলি আনতে হবে, বই প্রকাশ করলে প্রকাশকে এই বিষয়ে জানতে হবে, আইনে এই বিষয়ে উল্লেখ নেই, আইন সংশোধনের মধ্যমে এই বিষয়টি আইনে যুক্ত করতে হবে।

আই.এস.বি.এন. যুক্ত ছোটগল্পের যে লেখকের তালিকা পাওয়া গেছে সেখান থেকে যে লেখক/লেখিকার প্রকাশনা ১ এর অধিক সেই সকল লেখক/লেখিকার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন প্রয়োগের বাস্তবতা ও সমস্যার বিষয়টি আলোচনা করা হল।

রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশনস্ দপ্তরে জমা পড়া বইয়ের ভিত্তিতে, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দ্বারা প্রকাশিত ২০০৭-২০১৬ সালে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের তালিকা থেকে ৫০ জন লেখক/লেখিকার মোট প্রকাশনার ক্রমাবনতি ভিত্তিতে যে তালিকা পাওয়া গেছে, তা নিচে (সারণী ৬) দেওয়া হয়েছে।

সংখ্যা	লেখক	মোট বই	আই.এস.বি.এন	কত প্রকাশকের সাথে যুক্ত
১	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	৯২	১৪	৩০
২	তরুণ মুখোপাধ্যায়	৬৮	১৬	৩৪
৩	শির্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৬৭	১৫	২২
৪	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২	১২	১৩
৫	উজ্জ্বলকুমার দাস, সম্পা.	৩৮	৬	২৩
৬	বুদ্ধদেব গুহ	৩৭	১৩	৮
৭	কালিদাস ভদ্র	৩৪	২	১৩
৮	অমর মিত্র	৩৩	৮	১৫
৯	নিমাই ভট্টাচার্য	২৭	৩	৬
১০	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৭	২
১১	নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৪	৫	৮
১২	সুনীল জানা	১৮	৫	৪
১৩	রতনতনু ঘাটী	১৮	৯	৭
১৪	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	১৮	৮	২
১৫	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	১৬	৮	৮
১৬	বিপ্লব মাজী	১৬	৩	৭
১৭	পবিত্র সরকার	১৫	৫	১১
১৮	সমীর রক্ষিত	১৫	৫	৬
১৯	বাণী বসু	১৫	৫	৫
২০	নলিনী বেরা	১৩	১	১০
২১	সায়ন্তনী পূততুণ্ড	১৩	৯	৭
২২	আসরফী খাতুন	১২	৮	৬
২৩	মৃণালকান্তি দাস	১২	৭	৯
২৪	কৃষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১১	৪	২
২৫	নবকুমার বসু	১১	৩	৪
২৬	অনিল ঘোষ	১০	৪	৫
২৭	বিনোদ ঘোষাল	১০	৪	৪
২৮	অতীন দাশ	৮	২	১
২৯	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	৮	২	৬
৩০	রজতশভ্র মজুমদার	৮	১	৬
৩১	শাঁওলী মিত্র	৭	৩	৬
৩২	অমর দে	৭	১	১
৩৩	জগদীশ মন্ডল	৭	৩	২
৩৪	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৭	১	৫
৩৫	কর্নেল ভূপাল লাহিড়ি	৬	১	৩
৩৬	সুমিতা ভট্টাচার্য	৬	৫	৩
৩৭	মিলন দত্ত	৫	৪	৩
৩৮	ঋতা বসু	৪	২	১
৩৯	আলাউদ্দিন মণ্ডল	৪	১	২

৪০	কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৩	১
৪১	মৃত্যুঞ্জয় সেন	৪	৩	১
৪২	অশোককুমার মিত্র, সম্পা	৩	১	২
৪৩	সাত্যকি হালদার	৩	১	৩
৪৪	সুদীপ চট্টোপাধ্যায়	৩	১	২
৪৫	কামাল হোসেন	১	১	১
৪৬	চণ্ডী মণ্ডল	১	১	১
৪৭	দি কবিতা ক্লাব	১	১	১
৪৮	পারভেজ হোসেন	১	১	১
৪৯	বাণীব্রত চক্রবর্তী	১	১	১
৫০	সুদীপ দত্ত	১	১	১
মোট সংখ্যা		৮১০	২৩০	৩২৫

সারণী: ৬ নির্বাচিত লেখক/লেখিকার তালিকা

এখানে দেখা যাচ্ছে পবিত্র সরকার বই প্রকাশের তুলনায় বেশি প্রকাশকের সাথে যুক্ত, শির্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বই প্রকাশের তুলনায় কম প্রকাশকের সাথে যুক্ত। আবার কালিদাস ভদ্রের প্রকাশিত বইএর মধ্যে আই.এস.বি.এন. নম্বরের ব্যবহার সবথেকে কম। সুনীল জানা সবথেকে কম প্রকাশনা থেকে বেশী বই প্রকাশ করেছেন। ছয় জন লেখক একটি করে বই প্রকাশ করলেও তাঁদের বই গুলিতে আই.এস.বি.এন. নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে।

আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সারণী ৬ এ উল্লেখিত ৫০ জন লেখক/লেখিকার থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

আইনের ধার	বিষয়	সংগৃহীত তথ্য		শতাংশের হিসাব
১৪	লেখকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার	ব্যবহার হয়েছে	৩	৬
		ব্যবহার হয়নি	৪৭	৯৪
১৬	অনুমতি ছাড়া নকল হওয়া	নকল হয়েছে	৪	৮
		নকল হয়নি	৪৬	৯২
১৭	প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন লেখা	লিখেছেন	০	০
		লেখেননি	৫০	১০০
১৮	কপিরাইট হস্তান্তর	হস্তান্তর হয়েছে	০	০
		হস্তান্তর হয়নি	৫০	১০০
১৯	নকল করার অনুমতি	অনুমতি দিয়েছেন	০	০
		অনুমতি দেননি	৫০	১০০
২১	কপিরাইট বর্জন	বর্জন করেছেন	০	০
		বর্জন করেননি	৫০	১০০
৩০	কপিরাইট সম্পন্ন কাজ ব্যাবহারের অনুমতি	অনুমতি দিয়েছেন	০	০
		অনুমতি দেননি	৫০	১০০
৩২	অনুবাদ করে কোন লেখা প্রকাশ	প্রকাশিত হয়েছে	০	০
		প্রকাশিত হয়নি	৫০	১০০

৩২বি	লেখক নিজেই আন্য ভাষায় অনুবাদ করেছেন, সেই সঙ্গে অন্য কেউ ওই একই লেখা অনুবাদ করেছেন	অনুবাদ করেছেন	০	০
		অনুবাদ করেননি	৫০	১০০
৪০	গ্রন্থসত্ত্ব আইন জানা	আইন জানেন	৮	১৬
		আইন জানেননা	৪২	৮৪

সারণী: ৭ লেখক/লেখকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

লেখক/লেখিকার গ্রন্থস্বত্ত্ব বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ:

সারণী: ৭এ যাচ্ছে যে ৬ শতাংশ লেখকের অনুমতি ছাড়া তাঁদের লেখা অন্য কথাও ব্যবহার হয়েছে। ৯৬ শতাংশ লেখকের অনুমতি ছাড়া তাঁদের লেখা অন্য কথাও ব্যবহার হয়নি। (আইনের ধারা ১৪)

৮ শতাংশ লেখকের অনুমতি ছাড়া তাঁর লেখা নকল হয়েছে। ৯২ শতাংশ লেখকের অনুমতি ছাড়া তাঁর লেখা নকল হয়নি। (আইনের ধারা ১৬)

১০০ শতাংশ লেখকই কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন লেখা লেখেননি। (আইনের ধারা ১৭)

১০০ শতাংশ লেখকই কোন সময় কোন কপিরাইট হস্তান্তর করেননি। (আইনের ধারা ১৮)

১০০ শতাংশ লেখকই কোন সময় কোন লেখা অন্য কাউকে নকল করার অনুমতি দেননি। (আইনের ধারা ১৯)

১০০ শতাংশ লেখকই কোন বইয়ের ক্ষেত্রে কপিরাইট বোর্ডকে লিখিত জানিয়ে কপিরাইট বর্জন করেননি। (আইনের ধারা ২১)

১০০ শতাংশ লেখকই কপিরাইট সম্পন্ন কাজ কোন সময় কোন লেখা অন্য কাউকে ব্যাবহারের অনুমতি দেন নি। (আইনের ধারা ৩০)

১০০ শতাংশ লেখকই আন্য ভাষায় অনুবাদ করে কোন লেখা প্রকাশ করেননি। (আইনের ধারা ৩২)

১০০ শতাংশ লেখকই নিজেই আন্য ভাষায় অনুবাদ করেননি , সেই সঙ্গে অন্য কেউ ওই একই লেখা অনুবাদ করেননি। (আইনের ধারা ৩২বি)

১৬ শতাংশ লেখক/লেখিকা গ্রন্থসত্ত্ব আইন জানেন। ৮৪ শতাংশ লেখক/লেখিকা গ্রন্থসত্ত্ব আইন জানেন। (আইনের ধারা ৪০)

লেখকের থেকে পওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ লেখক গ্রন্থস্বত্ত্ব বিষয়ে সচেতন নন বা উদ্যোগী নন, বা কারো কারো জানার প্রয়োজনও নেই। এমন আইনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেখানে এই বিষয় গুলি আনতে হবে, বই প্রকাশ করলে লেখককে এই বিষয়ে জানতে হবে, আইনে এই বিষয়ে উল্লেখ নেই, আইন সংশোধনের মধ্যমে এই বিষয়টি আইনে যুক্ত করতে হবে।

ফলাফল (Results): গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের সাহায্যে প্রকাশক ও লেখকের থেকে যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে বাংলা প্রকাশনাতে গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন প্রয়োগের যে বাস্তব রূপ পওয়া গেছে, তাতে বোঝা গেল গ্রন্থস্বত্ত্ব আইনটি বাংলা প্রকাশনাতে সাহেত্যের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না কারণ নিম্নে আলোচনা করা হল।

১) গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন পুরোপুরি মানা হলে রচনাবলী প্রকাশ করা যাবেনা। রচনাবলীতেও কোন লেখা প্রকাশের জন্য লেখক টাকা পান, আবার একক প্রকাশনা করে লেখক প্রকাশকের থেকে টাকা পান। ভালো

লেখকের থেকে প্রকাশকের সংখ্যা বেশী হওয়ায় লেখককে প্রকাশক কিছু বলতেই পারেন না। এটি সব প্রকাশকই মেনে নিয়েছে।

২) একটি প্রকাশকের কোন ভালো বই (যেটি বেশী বিক্রি হচ্ছে) সেটি অন্য প্রকাশক তুলে নিয়ে কিছু পরিবর্তন করে তাদের প্রকাশনার নামে বিক্রি করেন, এর ফলে প্রকাশক ও লেখক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হন।

৩) পুরানো বই নূতন সংস্করন প্রকাশ হলে সেটিতে আই.এস.বি.এন. বসানো হচ্ছে। লেখক কোন কোন ক্ষেত্রে জানতেও পারছেন না।

৪) যে সব বইতে © নেই সেগুলি বেশিরভাগ বই নিম্ন মানের বা লেখক সেই বইয়ের জন্য গ্রন্থস্বত্ত্ব চননি অথবা বইগুলি সংকলন বই। বাংলা প্রকাশনাতে এই ধরনের বইএর সংখ্যাই বেশি। লেখকেরা ভালো মানের বই লিখলে সেগুলি আই.এস.বি.এন. নম্বর দেওয়া হবে, বইটির গুরুত্ব বাড়বে।

৫) লেখকেরা নিজেই বই প্রকাশ করেন এবং নিজেই বই বিক্রি করেন। এই ধরনের প্রকাশনাতে বই এর গুরুত্ব বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয়। তথাগত বই প্রকাশনার পদ্ধতিতে ছন্দ হারায়। আবার সরকার কোন কোন সময় বানিজ্যিক শুল্ক থেকে বঞ্চিত হয়।

৬) কোন বইয়ের কোন পৃষ্ঠার ২৪ লাইনের মধ্যে যদি ১৬ লাইন যদি একই হয় তাহলে সেটি অপরাধ, কারন গ্রন্থস্বত্ত্ব লঙ্ঘন হয়। এমন ঘটনাও ঘটেছে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির লেখা হুবহু নকল করে বাজারে অনেক কপি বিক্রি করেছেন, অথচ আসল ব্যক্তি সেটি জানতেও পারছেন না।

প্রকাশকের সাথে লেখকের চুক্তির ধরণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল, এই বিভিন্ন চুক্তি থেকে বোঝা যায়, লেখার ধরণ, লেখার মান। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন আইন নেই, তাই এই বিষয়ে নির্দিষ্ট আইন প্রনয়নের প্রয়োজন আছে।

ক. ১৫ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন বিক্রির একটা অংশ Royalty হিসাবে দেওয়া হয় বা বইএর কিছু কপি লেখককে দেওয়া হয়।

খ. ৩ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন শতকরা হিসাবে করা হয়, সেটি প্রকাশক ঠিক করেন।

গ. ৫০ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন থোক টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।

ঘ. ৮ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন একটি বই বিক্রি হলে কত শতাংশ লেখক পাবেন, কত শতাংশ প্রকাশক পাবেন তা চুক্তি পত্রে লেখা থাকে।

ঙ. ১৫ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন কোন লেখক কোন লেখা প্রকাশককে বিনা মুল্যেই ছাপতে বলেছেন এবং ৫-৭ কপি দিতে বলেছেন। তখন প্রকাশক বইটির গুরুত্ব বুঝে বইটি নিজের দায়িত্বে ছেপেছেন এবং অনেক কপি বিক্রি করেছেন।

চ. ১৫ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন বাৎসরিক চুক্তি হয়ে থাকে।

ছ. ২ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন প্রতি বছর বিক্রির ওপর লেখক টাকা পান।

জ. ২ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন বইএর সংস্করণ হলে লেখক থোক টাকা নেন।

ঝ. ৩ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন আগাম টাকা লেখক নিয়ে নেন বই বিক্রি হোক বা না হোক।

ঞ. ৫ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন কোন লেখক বই ছাপলেই খুসি কোন টাকা নেন না।

ট. ৫ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন যুগ্ম লেখকের ক্ষেত্র গ্রন্থস্বত্ত্ব প্রকাশককেই দিয়ে দেন।

ঠ. ৩ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন পান্ডুলিপি দেখে থোক টাকা দেওয়া হয়।

ড. ২০ শতাংশ প্রকাশক বলেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে মৌখিক চুক্তিও হয়ে থাকে।

উপসংহার (Conclusion): বাংলা বইয়ের মূল্য যেমন আজও আছে, অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই বিস্তৃত প্রকাশনার মধ্যে বইয়ের সঠিকভাবে প্রকাশনা, সঠিকভাবে ব্যবহার, ও বই এর ভালো মন্দের

বিচার এগুলিও ওতপ্রতভাবে জড়িত। এসবের জন্য আইন কানুন থাকলেও, তা কতটা কার্যকরী বা আদৌ কতটা মানা হচ্ছে তা বিচার করার প্রয়োজন। সেই কারনেই এই গবেষণার সুত্রপাত।

লেখকেরা বই লিখলে তা নির্দিষ্ট মানদন্ডের হতে হবে, যাতে বইটিতে স্ট্যান্ডার্ড নম্বর দেওয়া যায়। যাতে পাঠকের বইয়ের গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা না হয়। নছেত তা ছাপানো যাবে না। তাতে নূতন লেখকেরা হয়ত একটু সমস্যায় পড়তে পারেন, কিন্তু এর ফল সুদুর প্রসারী হবে।

প্রকাশকদেরও লেখকদের প্রতি সহানুসীল হওয়া প্রয়োজন, “লেখকেরা মলাটের কি বোঝেন” এই ধরনের মন্তব্য লেখকদের নিরূৎসাহিত করা। প্রকাশকদের উচিত লেখকদের সঠিক পথে চালনা করা, এবং প্রাপ্য “Royalty” দিয়ে লেখকদের ভালো লেখাতে উৎসাহিত করা, তাছাড়া বই প্রকাশনার জন্য চুক্তির নির্দিষ্ট কোন আইন নেই, এই সংক্রান্ত কোন আইন থাকাটা জরুরি।

এই সকল বিষয়কে মাথায় রেখে আইনে কোথাও সংযোজন, কোথাও সংশোধন করে একটি সহজ ভাষায় আইন প্রনয়নের প্রয়োজন আছে যার দ্বারা লেখক, প্রকাশক সহজেই আইনটি বুঝতে পারেন, এবং বাংলা প্রকাশনার বর্তমান আবস্থার পরিবর্তন আসে। তবে এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে একা একা হবে না, লেখক, প্রকাশক, সরকার সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্যসুত্র (Reference):

1. Lawmann’s.(2014). *Lawmann’s Copyright Act, 1957: Act No.of1957 as amended by Copyright (Amended) Act, 20012(27of2012) w.e.f.21-6-2012*.New Delhi: Kamal Publishers.
2. Copyright office: http://copyright.gov.in/frmWorkFlow.aspx Retrieved on December12, 2018.
3. Mondal, Shashiu Nath. (2010). *Intellectual property rights: A case study with special reference to infringement of copyright in India.* University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India.
4. Gharami, Pradip. (2013). *A critical study on infringement of Copyright and its protection under the Copyright law in WTO Regime.* Calcutta University, Kolkata, West Bengal, India
5. Reddi, P.L.Jayanthi. (2005). *Infringement of copyright in India: A critical study of the Doctrine of fairuse.* Acharya Nagarjuna University, Hyderabad, Telangana, India.
6. Books under P.R.Act.: http://www.wbpublibnet.gov.in/node/462 Retrieved on Octobrt25, 2018.

পূর্ন শব্দ (Full Form) :

১। আই.এস.বি.এন. – ইন্টারন্যশনাল স্যান্ডার্ড বুক নাম্বর।

২। ডি.ডি.সি.- ডিউই ডেসিমাল ক্লাশিফিকেশন।